উপহার নং: ১০১

KHAMOSH SHAHZADA

নিশ্চুপ শাহ্জাদা

- অনর্থক কথাবার্তার ৪টি ভয়ানক ক্ষতি
- সাত মাদানী ফুলের "ফারুকী পুষ্পধারা"
- শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া মিটানোর মাদানী ব্যস্থাপত্র
- কথাকে অনর্থক থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি
- মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে
- বলার আগে মাপার পদ্ধতি
- নিশ্চুপ থাকার বরকতে নবী করীম ﷺ এর দীদার

শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নত
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন

مکتبۃ المدینہ
(دعوتِ اسلامی)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাব পাঠ করার দোআ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোআটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পড়বেন, স্বরণে থাকবে। দোআটি হল,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহন করল অথচ সে নিজে গ্রহন করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, খন্ড-৫১, পৃষ্ঠা-১৩৭, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নিশ্চুপ শাহ্জাদা

শয়তান লাখো বাধা প্রদান করুক, আপনি এ রিসালা সম্পূর্ণ পড়ে নিন, যদিও জিহ্বার ব্যবহারে সচেতন হওয়ার অভ্যাস না থাকে, তবে আল্লাহর ভয়ে উজ্জীবিত হয়ে আপনার কান্না চলে আসবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “অধিকহারে **আল্লাহ তাআলার** যিকির করা এবং আমার প্রতি দরূদ শরীফ পড়া, দরিদ্রতাকে অর্থাৎ অভাবকে দূর করে দেয়। [আল কওলুল বদী, পৃষ্ঠা :২৭৩]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শাহ্জাদা হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। বাদশাহ ও মন্ত্রী পরিষদ এবং দরবারের সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল, শেষ পর্যন্ত এর কি হল যে, কথাবার্তা বলা বন্ধ করে দিয়েছে! সকলের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শাহ্জাদা নিশ্চুপ ছিল, চুপচাপই দিন যাপন করতে লাগল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

নিশ্চুপ থাকা সত্ত্বেও শাহ্জাদার দৈনন্দিন কাজে কোন বিঘ্নতা ঘটলনা। একদিন নিশ্চুপ শাহ্জাদা আপন সঙ্গীদের নিয়ে পাখি শিকারে বের হল। ধনুকে তীর লাগিয়ে এক ঘন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে পাখির সন্ধান করছিল, প্রতিমধ্যে গাছের পাতার ঝোপের ভিতর থেকে কোন পাখির আওয়াজ ভেসে আসল, ব্যস কালবিলম্ব না করে শব্দের উৎসের দিকে তীর নিক্ষেপ করে দিল আর দেখতে দেখতেই একটি পাখি আহতাবস্থায় মাটিতে পতিত হল এবং ধড়পড় করতে লাগল। নিশ্চুপ শাহ্জাদা অতর্কিত বলে উঠল: পাখিটি যতক্ষণ চুপ ছিল নিরাপদ ছিল, কিন্তু শব্দ করতেই তীরের নিশানা হয়ে গেল আর আফসোস! সেটার বলার কারণে আমাকেও বলতে হল!

চুপ রেহনে মে শো সুখ হে তু ইয়ে তাজরবা করলে,
এ্যায় ভাই! জবা পর তু লাগা কুফলে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ পৃষ্ঠা-৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকাতে নিরাপত্তা রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনাটি মনগড়া বটে তবে এটা অকাট্য সত্য যে, বাচাল ব্যক্তি অপরকেও বলতে বাধ্য করে। নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করে, অনেক সময় বলে আফসোস করে এবং বারবার পেরেশানীর শিকার হয়, বাস্তবিকই মানুষ যতক্ষণ চুপ থাকে অনেক বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে।

বাহরাম ও পাখি

কথিত আছে: বাহরাম কোন গাছের নিচে বসেছিল, সেখানে একটি পাখির শব্দ শুনতে পেল আর সে পাখিটাকে মেরে বলতে লাগল: জিহ্বার হিফাযত মানুষ ও পাখি উভয়ের জন্য উপকারী, যদি এ পাখি নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখত তবে ধ্বংস হতনা। [মুস্তাতরাফ, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা- ১৪৭]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কীত ৪টি হাদীস শরীফ

(১) مَنْ صَمَتَ نَجاَ অর্থাৎ যে চুপ রইল, সে মুক্তি পেল। [তিরমিযী, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা- ২২৫, হাদীস- ২৫০৯]

(২) اَلصَّمْتُ سَيِّدُ الْاَ خْلَاق অর্থাৎ নিরবতা চারিত্রিক বৈশিষ্টের সরদার। [আল ফিরদাউস বিমাচুরিল খাত্তাব, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৪১৭, হাদীস- ৩৮৫০]

(৩) اَلصَّمْتُ اَرْفَعُ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ নিরবতা উচ্চ পর্যায়ের ইবাদত। [প্রগুক্ত, হাদীস- ৩৮৪৯]

(৪) মানুষের চুপ থাকার উপর অটল থাকা ৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম। [শুয়াবুল ঈমান, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা- ২৪৫, হাদীস-৪৯৫৩]

৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম হওয়ার বিশ্লেষণ

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৪র্থ হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি ৬০ বছর ইবাদত করে কিন্তু অতিরিক্ত কথাও বলে, ভাল-মন্দ কথার মাঝে পার্থক্য করেনা, এর চাইতে কিছুক্ষণ চুপ থাকা উত্তম, কেননা নিরবতা দ্বারা চিন্তা ভাবনাও করা হল, আত্মশুদ্ধি করার সুযোগও হল, হাকীকত ও মারেফাতে মগ্ন হয়ে গোপন যিকিরের সমুদ্রেও ডুব দেওয়ার সুযোগ হল, সাথে ধ্যান করাও হল। [মিরআতুল মানাজিহ্ খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩৬১]

অনর্থক কথাবার্তার ৪টি ভয়ানক ক্ষতি

"গল্প গুজব"কারী ,বাকপটু ব্যক্তি,বরং অনর্থক কথাকে জায়িয ও গুনাহের কাজ নয় মনে করে বা এমনিতেই যে মাঝে মধ্যে অনর্থক কথা বলে থাকে, প্রত্যেকেই অহেতুক কথাবার্তা সম্পর্কিত হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর অভিমত লক্ষ্য করুন এবং

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

নিজেকে অহেতুক কথাবার্তার এ চারটি ক্ষতি সম্পর্কে ভীতিগ্রস্থ করে তুলুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ চারটি কারণে অহেতুক কথাবার্তার নিন্দা করেছেন:

(১) অনর্থক কথা কিরামান কাতিবীন (অর্থাৎ আমল লিপিবদ্ধকারী সম্মানিত ফিরিশতা) কে লিখতে হয়, অতএব মানুষের উচিত তাঁদেরকে লজ্জা করা ও অনর্থক কথাবার্তা লিখার কষ্ট না দেওয়া। **আল্লাহ তাআলা** ২৬ পারার 'সুরা কাফ্' এর ১৮ নং আয়তে ইরশাদ করেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿١٨﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

(২) অনর্থক কথাবার্তা দ্বারা ভরপুর আমলনামা **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে পেশ করা কখনো ভাল বিষয় হতে পারে না।

(৩) **আল্লাহ তাআলা**র দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে বান্দাকে আদেশ দেয়া হবে যে, আপন আমলনামা পড়ে শুনাও! তখন কিয়ামতের ভয়ঙ্কর কঠোরতা তার সম্মূখে থাকবে,মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে, সীমাহীন পিপাসার্ত হবে, ক্ষুধার তাড়নায় কোমর ভেঙ্গে পড়বে, জান্নাতে যেতে বাধা প্রদান করা হবে এবং তার উপর সকল প্রকারের আরাম আয়েশ বন্ধ করে দেয়া হবে, ভেবে দেখুন তো! এমন কঠিন মুহুর্তে অনর্থক কথাবার্তায় ভরপুর আমলনামা পড়ে শুনানো কিরূপ দুঃখজনক হবে! (হিসাব করে দেখুন, যদি প্রতিদিন শুধুমাত্র ১৫ মিনিটও অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকেন তবে এক মাসে সাড়ে সাত ঘন্টা হল এবং এক বছরে ৯০ ঘন্টা, মনে করুন, কেউ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ১৫ মিনিট অনর্থক কথাবার্তা বলে থাকে, তবে ১৮৭ দিন ১২ ঘন্টা হল অর্থাৎ ছয় মাসের অধিক,

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

এখন চিন্তা করে দেখুন! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে, যেদিন সূর্য কেবল এক মাইল উপর থেকে আগুন বর্ষণ করতে থাকবে, এমন হৃদয়বিদারক গরমে লাগাতার ছয়মাস পর্যন্ত কে "আমলনামা" পড়ে শুনাতে পারবে! এটাতো শুধুমাত্র দৈনিক ১৫ মিনিট অনর্থক কথাবার্তার হিসাব। আমাদের তো অনেক সময় কয়েক ঘন্টা বন্ধু বান্ধবদের সাথে "অনর্থক গল্প গুজবে" অতিবাহিত হয়ে যায়, গুনাহ্পূর্ণ কথাবার্তা ও অন্যান্য গুনাহ্ সমূহতো রয়েছেই)।

(৪) কিয়ামতের দিন বান্দাকে অহেতুক কথাবার্তার জন্য তিরষ্কার করা হবে এবং তাকে লজ্জিত করা হবে। বান্দার কাছে এর কোন উত্তর থাকবেনা এবং সে **আল্লাহ্ তাআলার** সম্মূখে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

[মিনহাজুল আবিদীন, পৃষ্ঠা- ৬৮]

হার লফজ্ কা কিছ তারাহ্ হিসাব আহ! মে দোঙ্গা
আল্লাহ্ জবা কা হো আতা কুফ্লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সর্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন : "একবার আমি **নবী করীম, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরজ করলাম : হে **আল্লাহ্র রসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনি আমার জন্য কোন বস্তুটি সর্বাধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর হিসেবে নির্ধারণ করেন? তখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের জিহ্বা মোবারক ধরে ইরশাদ করলেন: **"এটাকে"**। [সুনানে তিরমিযী, খন্ড: ৪, পৃষ্ঠা- ১৮৪, হাদীস- ২৪১৮]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

ভাল কথা বল না হয় চুপ থাক

হায়! বুখারী শরীফের এই হাদীস শরীফ যেন আমাদের মনমানসিকতা ও মস্তিষ্কে চিরস্থায়ী ভাবে বসে যায়, যাতে এটাও বর্ণিত আছে:

مَنْ كَا نَ يُؤْ مِنْ بِا للّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰ خِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ

অর্থাৎ "যে **আল্লাহ** এবং কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে, তার উচিত যেন ভাল কথা বলে বা চুপ থাকে।" [বুখারী শরীফ, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১০৫, হাদীস- ৬০১৮] **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২১৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে"** এর ৯১ পৃষ্ঠায় আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন : "ঐসব কথার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, যে কথার মাধ্যমে **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য নয়।" [হিলইয়াতুল আওলিয়া, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৭১] হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান ছওরী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: ইবাদতের উৎস নিরবতার মাধ্যমে অর্জিত হয়, অতঃপর ইলম অর্জন করা, এরপর সেটাকে মুখস্ত করা, তারপর এর উপর আমল করা এবং সেটার প্রচার করা।

[তারিখে বাগদাদ, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৬]

যদি জান্নাত প্রয়োজন হয় তবে .....

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ্ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর মহান খিদমতে লোকেরা আরয করল: আমাদেরকে এমন কোন আমল বলে দিন যাতে জান্নাতে যেতে পারি। ইরশাদ করলেন: "কখনো কথা বলোনা"। আরয করল: এটাতো হতে পারেনা। বললেন: "ভাল কথা ব্যতিত মুখ দিয়ে কোন কথা বলোনা"। [ইহ্‌ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৩২]

আকছর মেরি হোঁটো পে রহে যিকরে মদীনা
আল্লাহ জাবা কা হো আতা কুফলে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুপ থাকা ঈমান হিফাজতের মাধ্যম

যে দুর্ভাগার মুখ কাঁচির মত প্রত্যেকের কথা কেটে নেয়, সে অপরের কথা ভালভাবে বুঝা থেকে বঞ্চিত থাকে বরং বাচাল ব্যক্তির জন্য এটারও আশংকা থাকে যে, বক বক করতে করতে মুখ থেকে অনেক সময় আল্লাহর পানাহ! কুফরী বাক্যও বের হয়ে যায়। যেমন: হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **"ইহ্‌ইয়াউল উলুম"** এর মধ্যে কতিপয় বুযুর্গের বাণী বর্ণনা করে বলেন: নিশ্চুপ ব্যক্তির দু'টি গুন অর্জিন হয় (১) তাঁর দ্বীন নিরাপদ থাকে এবং (২) অপরের কথা ভালভাবে বুঝতে পারে।

[ইহ্‌ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩। পৃষ্ঠা- ১৩৭]

চুপ থাকা মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

اَلصَّمْتُ زَيْنٌ لِّلْعَالِمِ وَسِتْرٌ لِّلْجَاهِلِ

অর্থাৎ চুপ থাকা আলিমদের সৌন্দর্য এবং মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ।

[শুয়াবুল ঈমান, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৮৬, হাদীস- ৪৭০১]

নিরবতা ইবাদতের চাবি

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম সুফিয়ান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত: অধিক পরিমাণে চুপ থাকা হচ্ছে ইবাদতের চাবি।

[আস-সামতু মাআ মওছুআতু ইবনে আবি দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২৫৫, নং- ৪৩৬]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

সম্পদ হিফাজত করা সহজ কিন্তু জিহ্বা .....

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ওয়াসি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه হযরত মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বলেন: মানুষের জন্য মুখের হিফাজত সম্পদ হিফাজতের থেকে বেশী কষ্টকর। [ইত্তিহাফুস সাদাত লিয্ যুবাইদী, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ১৪৪]

আফসোস! নিজের মাল-সম্পদ হিফাযতের ব্যাপারে সাধারণতঃ প্রত্যেকেই সতর্ক থাকে, অথচ সম্পদ নষ্ট হলেও কেবল পার্থিব ক্ষতি হল। শতকোটি আফসোস! জিহ্বার হিফাজতের চিন্তা নিতান্তই কমে যাচ্ছে, বাস্তবিকই জিহ্বার হিফাজত না করার দ্বারা পার্থিব ক্ষতির সাথে সাথে পরকালিন ক্ষতির পূর্ণ সম্ভবনা রয়েছে।

বক বক কি ইয়ে আ'দাত না ছরে হাশর পাঁসা দে
আল্লাহ জাবা কা হু আ'তা কুফ্‌লে মদীনা। [ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বাচাল ব্যক্তিকে বারবার লজ্জিত হতে হয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটা বাস্তব বিষয় যে, চুপ থাকাতে লজ্জিত হওয়ার সম্ভবনা অনেক কম, অন্যদিকে স্থান কাল পার্থক্য না করে কথা বলার অভ্যস্ত ব্যক্তিকে বারবার **SORRY** বলতে হয় এবং ক্ষমা চাইতে হয় কিংবা মনে মনে আফসোস করতে হয় যে, আমি এখানে না বলতাম তবে ভাল হত কেননা আমার বলার কারণে সম্মূখস্থ ব্যক্তির জড়তা দুর হয়ে গেছে, কটু বাক্য শুনতে হয়েছে, অমুক অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে, অমুকের চেহারা মলিন হয়ে গেছে, অমুকের মনে কষ্ট পেয়েছে, নিজের ভাবমুর্তিও নষ্ট হল ইত্যাদি ইত্যাদি। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন নদ্বর হারেসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত: বেশী কথা বলার কারণে প্রভাব প্রতিপত্তি চলে যায়। [আস্ সামতু লি ইবনে আবি দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৬০, নং- ৫২]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

"বলে" আফসোস করার চেয়ে "না বলে" আফসোস করা উত্তম

সত্যিই "বলে" আফসোস করার চেয়ে "না বলে" আফসোস করা এবং "অতিরিক্ত খেয়ে" আফসোস করার চেয়ে "অল্প খেয়ে" আফসোস করা উত্তম। কেননা যে বলতেই থাকে সে বিপদে ফাঁসতেই থাকে আর যে বেশী খাওয়ার অভ্যস্ত হয় সে নিজের পেটকে নষ্ট করে ফেলে, অধিকাংশই শরীর মোটা হয়ে যায় ও বিভিন্ন প্রকার রোগের শিকার হয়, যৌবনকালে রোগ থেকে কিছুটা মুক্ত থাকলেও যৌবনকাল শেষ হতেই অনেক সময় "আপাদমস্তক রোগাক্রান্ত" হয়ে যায়। অতিভোজনের ক্ষতি ও মেদবহুল শরীর থেকে আরোগ্য লাভের উপায় ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য ফয়যানে সুন্নাত প্রথম খন্ডের, অধ্যায় **"ক্ষুধার ফযীলত"** অধ্যয়ন করুন।

বোবা ব্যক্তি লাভের মধ্যেই রয়েছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অন্ধ ব্যক্তিই লাভের মধ্যে রয়েছে। কেননা সে পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া, সুদর্শন কিশোরদের প্রতি কামভাবের দৃষ্টিতে তাকানো, ফিল্ম-ড্রামা দেখা "হাফ প্যান্ট" পরিধান করা লোকের খোলা হাঁটু ও উরু দেখা ইত্যাদি ইত্যাদি কুদৃষ্টিমূলক গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। অনুরূপভাবে বোবা লোকেরাও জিহ্বা দ্বারা সংগঠিত অগণিত আপদ থেকে রক্ষা পায়। আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: হায়! আমি যদি বোবা হতাম কেবল **আল্লাহ**র জিকির করা পর্যন্ত বাকশক্তি তথা বলার সামর্থ অর্জিত হত। [মিরকাতুল মাফাতিহ্, খন্ড- ১০, পৃষ্ঠা- ৮৭, ৫৮২৬ নং হাদীসের ব্যাখ্যা]

"ইহ্‌ইয়াউল উলুমে" বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এক বাচাল মহিলাকে দেখে বললেন: যদি সে বোবা হত, তবে তার জন্য সেটা ভাল হত। [ইহ্‌ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৪২]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

ঘর শান্তির নীড়ে কিভাবে পরিণত হবে!

প্রিয় আকা, নবী করীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বাণী থেকে বিশেষতঃ আমাদের ঐ ইসলামী বোনেরা শিক্ষা গ্রহণ করুন যারা সর্বদা "কথা পাচার" এবং "ঝগড়া" করার মধ্যে মগ্ন থাকে এবং এদিকের কথা ওদিকে, ওদিকের কথা এদিকে বলা থেকে অবসর পায় না। যদি ইসলামী বোনেরা সত্যিকার অর্থে নিজের মুখে **"কুফ্‌লে মদীনা"** লাগায় তবে তাদের পারিবারিক অশান্তি, আত্মীয় স্বজনের মাঝে বিবাদ এবং শাশুড়ি-বৌয়ের ঝগড়া ইত্যাদি সহ অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং সকল পরিবার শান্তির বাগানে পরিণত হবে, কেননা বেশীর ভাগ পারিবারিক ঝগড়া মুখের অপব্যবহারের কারণেই হয়ে থাকে।

শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া মিটানোর মাদানী ব্যবস্থাপত্র

শাশুড়ি যদি বকা-ঝকা করে, তবে "বউ" এর উচিত কেবল ধৈর্য্য ধারণ করা। প্রতি উত্তরে শাশুড়িকে একটি কথাও না বলা এবং স্বামীকেও অভিযোগ না করা, বাপের বাড়িতেও কিছু না বলা বরং মুখও যেন ফুলিয়ে না রাখে, এছাড়া নিজের সন্তান কিংবা বাসন কোষন ইত্যাদির উপরও রাগ প্রকাশ না করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সফলতা পদচুম্বন করবে। কথিত আছে: "এক চুপ শত লোককে হারিয়ে দেয়।" অনুরূপভাবে যদি বউ আপন "শাশুড়ির" সাথে ঝগড়া করে তবে শাশুড়ির উচিত কোন উত্তর না দেওয়া, কেবল নিরবতা অবলম্বন করা, ঘরের কাউকে এমনকি নিজের ছেলেকেও অভিযোগ না করা। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ "এক চুপ শত সুখ" অনুযায়ী সুখে শান্তিতে থাকবেন। জ্বী হ্যাঁ! সত্যিকার অর্থে সগে মদীনা (লিখক) عُفِىَ عَنْهُ এর এ "মাদানী ব্যবস্থাপত্রের" উপর যদি আমল করা যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অতিশীঘ্রই শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়া মিটে যাবে এবং ঘর শান্তির বাগানে পরিণত হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

শাশুড়ি বউয়ের ঝগড়ার প্রতিকারের জন্য হিকমতভরা মাদানী ফুল সম্বলিত V.C.D. "ঘর আমন কা ঘেহওয়ারা কেয়সে বনে!" মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে নিন অথবা **দাওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ দেখুন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এ V.C.D. এর বরকতে অনেক ঘর শান্তির বাগানে পরিণত হয়েছে!

হে দবদবা না খামুশী সে হায়বাত ভি হে পিন্‌হা
এ্যায় ভাই! জাবা পর তু লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জিহ্বার কাছে আবেদন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বা যতক্ষণ সোজা থাকবে এবং ভাল ভাল কথার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে ততক্ষণ সেটার উপকারিতা সারা শরীরই পেতে থাকবে অপর দিকে সেটা যদি বাঁকা চলে উদাহরণস্বরূপ কাউকে ধমক দিল, গালি দিল, কাউকে অপমান করল, গীবত ও চুগলী করল, মিথ্যা বলল তবে অনেক সময় দুনিয়াতেই দৈহিকভাবে মার খেতে হয়। **আমাদের প্রিয় আক্বা, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পুতঃপবিত্র বাণী হচ্ছে: "যখন মানুষ সকালে উঠে তখন অঙ্গ সমূহ বিনীতভাবে জিহ্বাকে বলে: আমাদের ব্যাপারে **আল্লাহ তাআলা**কে ভয় কর কেননা আমরা তোমার সাথে সম্পৃক্ত যদি তুমি সোজা থাক, তবে আমরাও সোজা থাকব, আর যদি তুমি বাঁকা হও, তবে আমরাও বাঁকা হয়ে যাব।"

[সুনানে তিরমিযী, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ১৮৩, হাদীস- ২৪১৫]

ইয়া রব না জরুরত কে ছেওয়া কুছ কহি বলো!
আল্লাহ জাবা কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

উত্তম কথা বলার ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, রাহমাতুল্লীল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদ রয়েছে যেটার বাহির ভিতর থেকে, ভিতর বাহির থেকে দেখা যায়। এক গ্রাম্য আরবী দাঁড়িয়ে আরয করল: **হে আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এ প্রাসাদ কার জন্য? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এটা তার জন্য যে উত্তম কথা বলে, পানাহার করায়, অনবরত রোযা রাখে এবং রাতে উঠে **আল্লাহ তাআলার** জন্য নামায আদায় করে যখন লোকেরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। [সুনানে তিরমিযী, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা-২৩৭, হাদীস-২৫৩৫]

প্রিয় আক্বা ﷺ দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم طَوِيْلَ الصَّمْت

অর্থাৎ **আল্লাহর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন। [শরহুস সুন্নাহ্ লিল বাগাবি, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৪৫, হাদীস- ৩৫৮৯]

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: নিরবতা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে নিরবতা অবলম্বন করা। অন্যথায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র মুখ **আল্লাহ তাআলার** যিকির দ্বারা সর্বদা সতেজ থাকত, মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। এখানে জায়িয কথাবার্তার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে, না জায়িয কোন কথাবার্তা তো সারা জীবন পবিত্র মুখ থেকে বের হয়নি। মিথ্যা, গীবত, চুগলী ইত্যাদি সারা জীবনে এক বারের জন্য ও মুখ মোবারক থেকে বের হয়নি। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপাদমস্তক সত্যের নিশান সুতরাং তিঁনি صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট অসত্যের প্রবেশ কিভাবে হতে পারে। [মিরআতুল মানাজিহ্, খন্ড- ৮, পৃষ্ঠা- ৮১]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

বলা এবং চুপ থাকার দুটি প্রকার

রাহ্মাতুল্লিল আলামীন, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

اِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ

অর্থাৎ- ভাল কথা বলা চুপ থাকা থেকে উত্তম আর চুপ থাকা মন্দ কথা বলার চেয়ে উত্তম। [শুয়াবুল ঈমান, খন্ড- ৪, পৃষ্ঠা- ২৫৬, হাদীস- ৪৯৯৩]

হযরত সায়্যিদুনা আলী ইবনে ওসমান হাজবিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه যিনি দাতা গঞ্জে বখ্শ, হিসেবে পরিচিত **"কাশফুল মাহজুব"** কিতাবের মধ্যে লিখেন: বাক্য (অর্থাৎ কথা) দুই প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথমত: সত্য কথা দ্বিতীয়ত: অসত্য কথা, অনুরূপ নিরবতাও দুই ধরনের: (১) উদ্দেশ্যপূর্ণ (যেমন আখিরাতের চিন্তা বা শরীয়তের বিধি বিধানের উপর গবেষণা করা ইত্যাদির জন্য) নিরবতা। (২) উদাসিনতা পূর্ণ (**আল্লাহ**র পানাহ্ কুচিন্তা কিংবা অহেতুক পার্থিব চিন্তায় ভরপুর) নিরবতা। প্রত্যেককেই নিরব অবস্থায় খুব ভালভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত, যদি তার বলা সঠিক হয় তবে বলা তার নিরবতার চেয়ে উত্তম আর যদি তার বলা সঠিক না হয় তবে নিরবতা তার বলার চেয়ে উত্তম। হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কথাবার্তা শুদ্ধ ও অশুদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করে বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বাগদাদ শরীফের এক মহল্লা দিয়ে যাওয়ার সময় এক ব্যক্তিকে এটা বলতে শুনেলেন: اَلسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنَ الْكَلَامِ অর্থাৎ নিরবতা বলার চেয়ে উত্তম। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه তাকে বললেন: " তোমার বলার চেয়ে চুপ থাকা ভাল আর আমার বলা চুপ থাকার চেয়ে উত্তম।"

[কাশ্ফুল মাহ্জুব থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা- ৪২০]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

অশ্লীল কথার সংজ্ঞা

কতই সৌভাগ্যবান ঐসব ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনগণ! যারা শুধুমাত্র ভাল কথা বলার জন্যই জিহ্বার ব্যবহার করে থাকে এবং খুব বেশি **"নেকীর দাওয়াত"** মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে থাকে। আফসোস! আজকাল মানুষের খুব কম বৈঠকই এমন রয়েছে, যা অশ্লীল কথা থেকে মুক্ত, এমনকি ধার্মিকতার লিবাসধারী লোকও অনেক সময় এটা থেকে বাঁচতে পারেনা। হয়ত তাদের এটাও জানা নেই যে, অশ্লীল কথার সংজ্ঞা কি! তবে শুনে নিন: অশ্লীল কথার সংজ্ঞা হচ্ছে:

اَلتَّعْبِيْرُ عَنِ الْاُمُوْرِ الْمُسْتَقْبَحَةِ بِا لْعِبَارَاتِ الصَّرِيْحَةِ

অর্থাৎ- লজ্জাপূর্ণ কাজের (যেমন কুরুচি ও মন্দ বিষয়াদি) খোলামেলা শব্দে আলোচনা করা। [ইহ্ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৫১] অতএব ঐসব যুবক যারা যৌন তৃপ্তি পাওয়ার জন্য শুধুশুধু বিয়ের একান্ত গোপন কথা সমূহের কাহিনী শুনাতে থাকে, এছাড়া অশ্লীল আলাপকারী বরং শুধুমাত্র শুনে মনে আনন্দ দানকারী, মন্দ গালি গালাজকারী, কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিতকারী, এসব কুরুচিপূর্ণ ইঙ্গিত দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ কারী এবং "অশ্লীল তুষ্টি" লাভের জন্য ফিল্ম-ড্রামা (যাতে সাধারণত: বেহায়া পূর্ণ হয়ে থাকে) দর্শনকারী একটি হৃদয়কম্পন সৃষ্টিকারী রেওয়ায়েত বারবার পড়ুন ও **আল্লাহ**র ভয়ে কেঁপে উঠুন। যেমন-

মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে

কথিত আছে: চার প্রকারের জাহান্নামী এমন রয়েছে যারা ফুটন্ত পানি ও আগুনের মাঝখানে দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে করতে নিজের ধ্বংসের আকাঙ্খা করতে থাকবে, তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি এমন হবে, যার মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে, অন্যান্য জাহান্নামীরা বলবে: এ দূর্ভাগার কি হয়ে গেছে যে, আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে? বলা হবে: "এ দূর্ভাগা মন্দ ও অশ্লীল কথাবার্তার দিকে মনোযোগ দিয়ে তৃপ্তি লাভ করত যেমন দৈহিক মিলনের কথা।" [ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ১৮৭]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

পরনারী বা সুদর্শন বালকদের সর্ম্পকে আসা কুমন্ত্রনায় মনোযোগ দেওয়া, জেনে বুঝে কুচিন্তায় বিভোর হওয়া এবং **আল্লাহ**র পানাহ্! "কুকর্মের" কল্পনার মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি লাভকারীকে বর্ণিত রেওয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

না ওয়াসওয়াসে আ'য়ে না মুঝে গান্দে খায়ালাত
দে যেহ্ন কা আওর দিল কা খোদা! কুফ্লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম বিন মায়সারা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: অশ্লীল কথাবার্তা আলোচনাকারী, কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে। [ইত্তিহাফুস সাদাত লিয যুবাইদী, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ১৯০]

জান্নাত হারাম

হুযুর তাজেদারে মদীনা, রাহ্মাতুল্লীল আলামীন, শফিয়ুল মুযনিবীন, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ঐ ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে।"

[আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২০৪, হাদীস- ৩২৫]

সাতটি মাদানী ফুলের "ফারুকী পুষ্পধারা"

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা **ওমর ফারুকে** আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: ❀ অহেতুক কথাবার্তা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে হিকমত তথা প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তা প্রদান করা হয়। ❀ কু-দৃষ্টি তথা এদিক সেদিক দেখা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে অন্তরের প্রশান্তি প্রদান করা হয়। ❀ অতিভোজন (অর্থাৎ পেট ভর্তি করে খাওয়া কিংবা ক্ষুধা ব্যতিত কেবল স্বাদ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন প্রকার বস্তু খাওয়া) ত্যাগকারীকে ইবাদতের মিষ্টতা দান করা হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

❀ অহেতুক হাস্যরস করা থেকে নিজেকে রক্ষাকারী ব্যক্তিকে প্রভাব প্রতিপত্তি প্রদান করা হয়। ❀ ঠাট্টা তামাশা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে ঈমানের নূর দান করা হয়। ❀ পার্থিব ভালবাসা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে আখিরাতের ভালবাসা দান করা হবে। ❀ অপরের দোষ-ত্রুটি তালাশ করা থেকে মুক্ত ব্যক্তিকে নিজের দোষ-ত্রুটির সংশোধনের সামর্থ্য প্রদান করা হয়। [আল মুনবাহাত থেকে সংকলিত, পৃষ্ঠা-৮৯]

হায়! যদি এমন হত.....

প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম সোমবার এ রিসালা পাঠের অভ্যাস করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের অন্তরে আশ্চর্যজনক পরিবর্তন অনুভব করবেন। মাদানী ইনআম নম্বর ৪৫ ও ৪৬ অনুযায়ী আমল করা জিহ্বা হিফাজতের সর্বোত্তম পন্থা, তাই অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেচেঁ থাকার অভ্যাস করার জন্য জরুরী কথাবার্তাও কম শব্দ দ্বারা বলুন এছাড়া কিছু না কিছু কথা ইশারা কিংবা লিখে বলার চেষ্টা করুন এবং অহেতুক কথা মুখ থেকে বের হয়ে গেলে তৎক্ষণাত এক বা তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস করে নিন।

জনৈক সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার রহস্য

আমাদের প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ তাআলার** দানক্রমে লোকদেরকে দেখেই চিনে নিতেন যে, এই ব্যক্তি জান্নাতী না জাহান্নামী বরং আগত ব্যক্তি আসার আগে থেকেই জানা হয়ে যেত যে, সে জান্নাতী না জাহান্নামী। যেমন- **আল্লাহর হাবীব, তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে সে জান্নাতী।" এ সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন, লোকেরা তাঁকে মোবারকবাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, শেষ পর্যন্ত কোন আমলের কারণে আপনার এ সৌভাগ্য অর্জন হল?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমার আমল খুবই স্বল্প, আর যে আমলের কারণে **আল্লাহ তাআলার** উপর ভরসা করছি সেটা হচ্ছে বুকের নিরাপত্তা ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা ত্যাগ করা। [আস সামতু লিইবনে আবিদ্ দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৮৬, নং- ১১১]

এ হাদীসে পাকের ঐ বাক্য سَلَامَةُ الصَّدْر "বুকের নিরাপত্তা" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্তরের অনর্থক চিন্তা ও হিংসা ইত্যাদি অভ্যন্তরীন রোগ থেকে পবিত্র হওয়া এবং অন্তরে ঈমান মজবুত ও দৃঢ় হওয়া।

রফতার কা গুফতার কা কিরদার কা দে দে
হার উঙ্গুওয়া কা দে মুঝ কো খোদা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "অনর্থক কথাবার্তা" যদিও গুনাহ্ নয় বটে তবে এতে কোন কল্যানও নেই। سُبْحٰنَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ্ ইবনে সালাম رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে **রাসুলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জবান মুবারক থেকে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ নসীব হয়ে গেল! তাঁর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝে একটি গুণ এটাও ছিল যে, কখনো অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হতেন না। যে বিষয়ে সম্পৃক্ততা নেই এমন বিষয়ের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাও করতেন না, কিন্তু আফসোস! যেসব বিষয়ে আমাদের নুন্যতম সম্পর্কও নেই, সেসব বিষয়ে অহেতুক জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিই। যেমন:- ☆ এটা কত দিয়ে নিয়েছেন? ওটা কত দিয়ে পাওয়া যায়? অমুক জায়গায় প্ল্যটের মূল্য কত চলছে? ☆ কারো ঘরে গেলে বা কেউ নতুন ঘর ক্রয় করলে তখন প্রশ্ন করা হয়: কত দিয়ে নিয়েছেন? রুম কয়টি? ভাড়া কত? বাড়ির মালিক কেমন?

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

(এ প্রশ্ন অধিকাংশই **আল্লাহ**র পানাহ্! গীবত, অপবাদের দরজা উন্মুক্ত হওয়ার মাধ্যম হয় কেননা এর উত্তর সাধারণত: শরীয়তের অনুমতি ব্যতিত কিছুটা এ ধরনের গুনাহ মিশ্রিত হয়: আমাদের বাসার মালিক বড় বদ মেজাজ/ নির্দয়/ অসৎ/ বজ্জাত/ লোভী/ কৃপন/ স্বার্থপর ইত্যাদি ইত্যাদি। ☆ এভাবে যখন কেউ নতুন দোকান, কার বা মোটর সাইকেল ইত্যাদি ক্রয় করে তখন অনর্থক ক্রেতা থেকে এটার দাম, টেকসই, নগদ, ধার, কিস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। ☆ অসহায় রোগী, যার সাথে কথাও বলা যায়না, তার থেকেও কিছু শ্রশ্রূষাকারী মূর্খ লোক এমন ভাবে সম্পূর্ণ হিসাব নেয় "যেন ডাক্তারদেরও ডাক্তার" আর সবগুলো বিস্তারিত জেনে নেয়, এমনকি এক্সরে এবং ল্যাব্রটারীর কারকারদিগী (রিপোর্ট)ও আদায় করে নেয়, আর যদি অপারেশন হয় তবে বিনা কারণে প্রশ্ন করার মাধ্যমে কয়টা সেলাই হয়েছে তাও জিজ্ঞাসা করে এমনকি "লজ্জাস্থানের" সমস্যা হলে, তখনও কিছু নির্লজ্জ তার বিস্তারিত জানতে লজ্জাবোধ করেনা। এরকম অহেতুক বিষয়ে মহিলারাও পুরুষদের চেয়ে কোন ভাবে পিছিয়ে নেই। ☆ গরম বা ঠান্ডার মৌসুমে সেটার কম বা বেশী হওয়া অবস্থায় অনর্থক কথা বলা হয়, যথা- গরমের মৌসুমে কিছু "আবুল ফুযুল তথা মুর্খের পিতা" উফ্ উফ্ করতে গিয়ে বলে থাকে: এক দিকে আজকাল প্রচন্ড গরম পড়ছে, আবার অন্য দিকে বিদ্যুৎ ও বারবার চলে যাচ্ছে। ☆ এভাবে শীতকালে অভিনয়ের সাথে দাঁত বাজিয়ে বলে: আজ তো প্রচন্ড ঠান্ডা। ☆ যদি বৃষ্টির মৌসুম হয়, তবে বিনা প্রয়োজনে এটার উপর আলোচনা করা হয়। যেমন- আজকাল তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, সব জায়গা পানিতে ভরে গেছে, প্রশাসন ময়লা আবর্জনা পরিস্কার করানোর কোন চিন্তা করেনা ইত্যাদি ইত্যাদি। ☆ এভাবে রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর সংশোধনের নিয়্যত ছাড়া শুধুশুধু অনর্থক আলোচনা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপর অহেতুক অভিযোগ সমূহ।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

☆ কোন শহর বা দেশে সফর করে থাকলে সেখানকার পাহাড় সমূহ এবং সবুজ প্রান্তরের দৃশ্যাবলীর চিত্র, ঘর-বাড়ি ও সড়ক সমূহের বিস্তারিত বিবরণ বিনা প্রয়োজনে বর্ণনা করা ইত্যাদি ইত্যাদি এসব কিছু অহেতুক কথা নয় তো কি? অবশ্যই এটা মনে রাখবেন যে, উল্লেখিত বিষয় সমূহের ব্যাপারে যদি আমরা কাউকে আলোচনা করতে দেখি, তবে নিজেকে বদগুমানী তথা কু-ধারণা করা থেকে রক্ষা করুন কেননা অনেক সময় প্রকাশ্য দুনিয়াবী কথাও ভাল নিয়্যতের কারণে সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়, যা কমপক্ষে অনর্থক বিষয়ে গন্য হয়না।

বাচাল ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন

এটা যেহেনে (মনমানসিকতায়) থাকে যে, অনর্থক কথা বলা গুনাহ্ নয় কিন্তু অহেতুক কথা বলা শুধু ঐ সময় গন্য হবে, যখন কমবেশী ছাড়া সঠিক সঠিক বর্ণনা করে। যদি বর্ণনায় মিথ্যার আধিক্য হয়, তবে গুনাহের গর্তে গিয়ে পতিত হল। দুশ্চিন্তার বিষয় হল যে, এ রকম কথাবার্তাকে যাচাই বাচাই করে সঠিক ও বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করা, যাতে “অনর্থক কথার” সীমা থেকে সামনে অগ্রসর না হয়, এটা অনেক কঠিন কাজ অধিকাংশ সময় কথার মধ্যে মিথ্যার আধিক্য হয়েই যায়, বাচাল ব্যক্তি অধিকাংশ সময় গীবত, অপবাদ, দোষ অন্বেষণ এবং মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদিতে ফেসে যায়। সুতরাং নিরাপত্তা চুপ থাকার মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এই জন্য বলা হয় **“এক চুপ শত সুখ”**।

আহ! বলার আগে যদি একটু চিন্তা করে নিতাম

বাস্তবে যদি কোন মানুষ কথা বলার আগে “মেপে নেয়” অর্থাৎ চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস করে, তবে তার নিজের অনেক অনর্থক কথা নিজেরই অনুভব হওয়া শুরু হয়ে যাবে। কেবল “অনর্থক কথাবার্তা” হয়ে থাকে, তাতে যদিও গুনাহ্ নয় কিন্তু অনেক রকমের ক্ষতি রয়েছে।

যেমন- ঐ সব কথায় জিহ্বা ব্যবহার করার কষ্ট হয় এবং মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়, যদি ততক্ষণ **আল্লাহ তাআলা**র যিকির বা ধর্মীয় কিতাব অধ্যয়ন করা হয় বা কোন সুন্নাত বর্ণনা করা হয়, তবে সাওয়াবের ভান্ডার হয়ে যাবে।

দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের অহেতুক আলোচনা

অনুরূপ ভাবে **আল্লাহ**র পানাহ্! কোথাও দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের কোন ঘটনা ঘটে গেল, তবে ব্যস্ লোকদের অনর্থক বরং কখনো কখনো গুনাহে ভরা আলোচনার জন্য একটি বিষয় হাতে এসে গেল। প্রত্যেক জায়গায় এটার আলোচনা, ভিত্তিহীন ধারণামূলক মতামত, অযথা পর্যালোচনা, অনুমান করে কোন দল বা নেতা ইত্যাদির উপর অপবাদ দেওয়া ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কথাবার্তা অনর্থকই নয়, বরং লোকদের মধ্যে ভয়ভীতি ছড়ানোর মাধ্যম ও জনসাধারণকে উত্তেজিত হওয়ার কারণ হয় এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা হওয়ার আশংকাও থাকে। বোমাবাজ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের ঘটনা সমূহ শুনা শুনানোর মধ্যে নফসের খুব আকর্ষণ হয়ে থাকে। অনেক সময় মুখে দুআর শব্দ সমূহ উচ্চারিত হয়, কিন্তু অন্তরের মধ্যে ভয়ঙ্কর খবর সমূহ শুনতে শুনানোর মাধ্যমে আনন্দ পাওয়া এবং মনের স্বাদ মিটানোর আগ্রহ লুকায়িত থাকে। হায়! আমরা নফসের এ মন্দ বিষয়কে চিহ্নিত করে দেশদ্রোহী এবং বোমাবাজদের আলোচনা সমূহের মধ্যে মনের স্বাদ নেওয়া থেকে বিরত থাকতাম। তবে হ্যাঁ মজলুমভাবে শহীদ হওয়া, আঘাত দূর্ঘটনা কবলিত মুসলমানদের সহানুভূতি, সেবা এবং নিরাপত্তার দোআ থেকে বিরত থাকা যাবেনা, কেননা এটা সাওয়াবের কাজ। সুতরাং যখন এ রকম কথাবার্তা বলার শুনার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন নিজে মনে মনে চিন্তাভাবনা করা উচিত যে, নিয়্যত কি? যদি ভাল নিয়্যত হয় তবে ভাল খুব ভাল। কিন্তু এধরণের অধিকাংশ ভয়ঙ্কর কথাবার্তা থেকে মনের স্বাদ পাওয়া যায়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুখে পাথর রাখতেন

মনে রাখবেন! জিহ্বাও **আল্লাহ তাআলার** মহান নেয়ামত এর ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন প্রশ্ন করা হবে। সুতরাং কখনো সেটার অপব্যবহার করা উচিত নয়। হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়া সত্বেও জিহ্বার বিপদ সমূহের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতেন। এমনকি **'ইহ্‌ইয়াউল উলুমে'** বর্ণিত আছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ নিজের পবিত্র মুখে পাথর রাখতেন যেন কথা বলার সুযোগ না থাকে। [ইহ্‌ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৩৭]

রাখ লেতে থে পাথ্‌থর সুন আবু বকর দাহান মে
এ্যায় ভাই! যাবা পর তু লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

৪০ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার সাধনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনি যদি বাস্তবিকই চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে চান, তবে এর উপর গাম্ভীর্যতার সাথে চিন্তাভাবনা করতে হবে। আর খুব সাধনা করতে হবে নতুবা সামান্য চেষ্টা দ্বারা মুখে **'কুফ্‌লে মদীনা'** লাগানো কঠিন। জিহ্বার অযথা ব্যবহারের ধ্বংসলীলা দ্বারা নিজেকে ভীত সন্ত্রস্ত করে চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার জন্য ভরপুর চেষ্টা করুন اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। কিন্তু প্রচেষ্টা দৃঢ়তার সাথে হওয়া উচিত। আসুন! এক কৌশিশকারীর দৃঢ়তার ঘটনা শুনি: হযরত সায়্যিদুনা আরতাহ বিন মুনযির رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: এক ব্যক্তি চল্লিশ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার জন্য এভাবে সাধনা করতে থাকেন যে, নিজের মুখে পাথর রাখতেন, এমনকি খাওয়া, পান করা বা ঘুমানো ব্যতীত ঐ পাথর মুখ থেকে বের করতেন না। [আস সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২৫৬, নং- ৪৩৮]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মনে রাখবেন! পাথর এত ছোট যেন না হয়, যাতে কণ্ঠনালীর নিচে গিয়ে কোন বড় বিপদে ফেলে দেয় আর রোযা অবস্থায় মুখে পাথর রাখবেন না, কেননা এটার মাটি ইত্যাদি কণ্ঠনালীতে যেতে পারে।

কথাবার্তা লিখে হিসাবকারী তাবেয়ী বুযুর্গ

হযরত সায়্যিদুনা রবী বিন খুছাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা মুখে বলেননি, যখন সকাল হত তখন কলম, কালি ও কাগজ নিতেন আর সারাদিন যা বলতেন তা লিখে নিতেন এবং সন্ধ্যায় (ঐ লিখা অনুযায়ী) নিজে হিসাব করতেন। [ইহ্ইয়াউল উলুম, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৩৭]

কথাবার্তা হিসাবের পদ্ধতি

নিজের 'হিসাব' করার অর্থ হচ্ছে যে, নিজের প্রত্যেক কথার উপর চিন্তা করে নিজে থেকে নিজে কৈফিয়ত চাওয়া যেমন অমুক কথা আমি কেন বললাম? ঐ জায়গায় বলার কি প্রয়োজন ছিল? অমুক কথাবার্তা এত শব্দের মধ্যে শেষ করা যেত কিন্তু তাতে অমুক অমুক শব্দ অতিরিক্ত কেন বললাম? অমুক ব্যক্তিকে যে বাক্য তুমি বলেছিলে তাতে শরীয়তের অনুমতি ছিলনা বরং মনে কষ্ট প্রদান মূলক ছিল, তার মনে কষ্ট পেয়েছে এখন চলো তাওবাও করে নাও এবং ঐ ইসলামী ভাই থেকে ক্ষমা চাও। ঐ বৈঠকে কেন গেলে, যখন জানতে যে, ঐখানে অনর্থক কথাবার্তাও হয় এবং অমুক অমুক কথায় তুমি হ্যাঁ'র মধ্যে হ্যাঁ কেন মিলিয়েছিলে? ঐখানে তোমাকে গীবতও শুনতে হল বরং তুমি মনোযোগ সহকারে গীবত শুনেছিলে, চল সত্যিকার তাওবা করো এবং এরকম বৈঠক থেকে দূরে থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নাও। এভাবে জ্ঞানী লোক নিজের কথাবার্তা বরং দিনের সম্পূর্ণ কার্যাবলীর হিসাব করতে পারেন। অনুরূপভাবে গুনাহ্, অসাবধানতা, নিজের অনেক দূর্বলতা এবং দোষত্রুটি সমূহ প্রকাশ পেতে থাকবে এবং সংশোধনের মাধ্যম হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে হিসাব করাকে **"ফিক্‌রে মদীনা"** বলে এবং **দাওয়াতে ইসলামী**তে প্রতিদিন কমপক্ষে ১২ মিনিট **"ফিক্‌রে মদীনা"** করার এবং তাতে **মাদানী ইনআমাতের** রিসালা পূরণ করার মনমনসিকতা প্রদান করা হয়।

যিক্‌র ও দরূদ হার গাড়ি গুয়ির্দে যাবা রহে
মেরি ফুজুল গুয়ি কি আদাত নিকাল দো।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ১৬৪]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ওমর ইবনে আব্দুল আযিয অঝোর নয়নে কান্না করলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: "আমি শুনেছি যে, এক আলিম সাহেব হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর সামনে বলতে লাগলেন: "নিশ্চুপ আলিম"ও বক্তা আলিমের মত"। ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বললেন: "আমি তো মনে করি যে, বক্তা আলিম কিয়ামতের দিন চুপ থাকা আলিমের চেয়ে উত্তম হবে কেননা, কথা বলার উপকার লোকদের নিকট পৌঁছে, অন্য দিকে নিশ্চুপ ব্যক্তির কেবল নিজেরই উপকার লাভ হয়। ঐ আলিম সাহিব বললেন: হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি কথা বলার ফিতনা সম্পর্কে অবহিত নন? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এটা শুনে অঝোর নয়নে কান্না করলেন।"

[আস্ সামতু লিইবনে আবিদ দুনিয়া, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ৩৪৫, নং- ৬৪৮]

আল্লাহ তাআলার রহমত তার উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ঘটনার বিশ্লেষণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের বুযুর্গদের সতর্কতা এবং **আল্লাহ**র ভয়ের অনুভূতি মারহাবা! অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, পরহেযগার ওলামায়ে কেরামের ওয়াজ নছীহত করা, শরীয়তের আহকাম বর্ণনা করা, মুবাল্লিগদের সুন্নাতে ভরা বয়ান করা, নেকীর দাওয়াত দেওয়া চুপ থাকার তুলনায় উত্তম আমল। কিন্তু ঐ আলিম সাহেব হযরত সায়্যিদুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযিয رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর দরবারে সাবধানতা প্রদর্শন করে আরজ করলেন যে, "আপনি কি কথা বলার ফিতনা সমূহ সর্ম্পকে অবহিত নন?" এটা নিজের জায়গায় সঠিক ছিল, আর আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর **আল্লাহ**র ভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাও ঐ আলিমে রব্বানীর বলা বাক্যটির গভীর অনুধাবনের কারণে ছিল। বাস্তবে ভাল কথা বলা যদিও সবার জন্য ফলদায়ক কিন্তু স্বয়ং বক্তার জন্য এতে অনেক ধরনের ফ্যাসাদের আশংকা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ যদি ভাল মুবাল্লিগ হয় তবে ভাষাগত অলংকার এবং কথাবার্তার বাকপটুতার বিনিময়ে অন্যান্যদের পক্ষ থেকে পাওয়া প্রশংসা ও সুনাম অর্জনের মাধ্যম বা শুধুমাত্র আপন যোগ্যতার উপর অহংকারী হওয়ার উপকরণ অথবা নিজেকে নিজে 'অনেক কিছু' মনে করা এবং অপরকে ছোট জানা বা শুধু নফসের চাহিদার কারণে অন্যের উপর খ্যাতি সৃষ্টি করা ও নিজের বাহ! বাহ! করানোর জন্য খুব চমৎকার প্রবাদ ও উত্তম পরিভাষা ইত্যাদির ব্যবহার এছাড়া জটিল বা সুন্দর শব্দ সমূহ বলা ইত্যাদি ইত্যাদি ফিতনার মধ্যে পতিত হতে পারে। যদি আরবী ভাষার দক্ষতা থাকে, তবে কথা ও বয়ান সমূহের মধ্যে নিজের আরবি জানার বিষয়টা প্রকাশ করার জন্য খুব আরবী প্রবাদ বাক্য ইত্যাদি ব্যবহারের ফিতনাতে নিমজ্জিত হতে পারে। অনুরূপভাবে যার কণ্ঠ ভাল, সেও পরীক্ষার সম্মূখিন হয়।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

যেহেতু লোকেরা অধিকাংশই এসব লোকের প্রশংসা করে থাকে, যার কারণে সে "ফোলে" অহংকারী হওয়ার, সুন্দর কণ্ঠকে **আল্লাহ তাআলার** দান মনে করার পরিবর্তে নিজের যোগ্যতা মনে করে বসা ইত্যাদি ভূলের আশংকা থাকে। তাই ঐ আলিমে রব্বানীর "বলা" সম্পর্কে "সতর্কতা প্রদর্শন" সঠিক হয়েছে, আর বাস্তবে যে মুবাল্লিগ উল্লেখিত ঘৃণীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, তবে তার বলা নিজের জন্য অনেক বড় ফিতনা এবং আখেরাতে ধ্বংসের কারণ যদিও সৃষ্টি তার থেকে উপকার লাভ করে।

কথাবার্তাকে অহেতুকতা থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি

নিজে কথাবার্তা কমানোর জন্য বাস্তবিক পক্ষে যে আকাঙ্খী, তার জন্য নিজের কথার বিশুদ্ধকরণ করা ও নিজের কথাবার্তাকে অনুচিত বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দাবলী এবং বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখতে এমনকি ক্ষতিকর বরং অহেতুক কথাবার্তার ভেজাল থেকে বাচাঁনোর জন্য **'ইহ্ইয়াউল উলুম'** থেকে একটি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপত্র পেশ করা হচ্ছে যেমন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণীর সারাংশ হল: কথাবার্তা ৪ প্রকার।

{১} সম্পূর্ণ ক্ষতিকারক কথা।

{২} সম্পূর্ণ উপকারী কথা।

{৩} এমন কথা যাতে লাভ-ক্ষতি উভয়টা রয়েছে।

{৪} এমন কথা যাতে কোন লাভ ও ক্ষতি নেই।

সুতরাং প্রথম প্রকারের কথা যা পরিপূর্ণ ক্ষতিকারক হয়ে থাকে। তা থেকে সর্বদা বেচেঁ থাকা উচিত। আর একই ভাবে তৃতীয় প্রকারের কথা যাতে লাভ ক্ষতি দুটি রয়েছে, তা থেকেও বেচেঁ থাকা আবশ্যক। আর ৪র্থ

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ কর, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

প্রকার যা অহেতুক কথাবার্তার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, কেননা এতে কোন লাভও নেই ক্ষতিও নেই। এজন্য এরকম কথায় সময় নষ্ট করাও এক রকম ক্ষতি। এরপর শুধু দ্বিতীয় প্রকারই বাকী রইল। অর্থাৎ- কথাবার্তার মধ্যে তিন চতুর্থাংশ (অর্থাৎ ৭৫%) ই ব্যবহারযোগ্য নয় এবং শুধু এক চতুর্থাংশ (অর্থা ২৫%) কথা যেটি উপকার মূলক, এটিই ব্যবহার যোগ্য। কিন্তু এই ব্যবহারযোগ্য কথার মধ্যে খুবই সুক্ষ্ম ধরণের রিয়াকারী, প্রতারণা, গীবত, মিথ্যার আধিক্য "আমি আমি করার বিপদ" অর্থাৎ নিজের মর্যাদা ও স্বচ্ছতা বর্ণনা করে বসা ইত্যাদি ইত্যাদি সম্ভাবনা আছে। এমনকি উপকারী কথাবার্তা বলতে গিয়ে অনর্থক কথাবার্তায় মশগুর হয়ে পড়া অতঃপর এর দ্বারা আরো বেশী বলতে গিয়ে গুনাহের শিকার হওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ভয় ভীতি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, আর এই অন্তরর্ভূক্ত হওয়াটা এতই সুক্ষ্ম যে, যার জ্ঞান থাকেনা। অতএব ব্যবহারযোগ্য কথার মাধ্যমেও মানুষ ক্ষতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। [ইহ্‌ইয়াউল উলুম থেকে সংক্ষেপিত, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ১৩৮]

চুপ রেহনে মে ছো সুখ হে তু ইঁয়ে তজরবা কর লে
এ্যায় ভাইঁয়ি! যাবা পর তু লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

বোকা লোকই না ভেবে বলে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুদ্ধিমান প্রথমে কথাকে মেপে নেয় অতঃপর মুখ দিয়ে বলে আর বোকা যেটা মনে আসে তাই বলতে থাকে। চাই ঐ কথার কারণে যতই অপমাণিত হতে হয়। যেমন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল যে, বুদ্ধিমানের জিহ্‌বা তার অন্তরের পিছনে থাকে, সে কথা বলার আগে নিজের অন্তরের প্রতি ধাবিত হয় অর্থাৎ চিন্তাভাবনা করে যে, বলব কি বলবনা? যদি উপকারী হয়, তবে বলে নতুবা চুপ থাকে। অপর দিকে নির্বোধ লোকের জিহ্বা তার অন্তরের আগে হয়ে থাকে, যে এদিকে অর্থাৎ অন্তরের দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগই আসেনা যা কিছু মুখে আসে বলে দেয়।

[তামবিহুল গাফিলীন থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা- ১১৫]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।" (কানযুল উম্মাল)

বলার আগে মাপার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্মরণ রাখুন। আমাদের **প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তাফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো নিজের সত্য পবিত্র জবান দ্বারা কোন অহেতুক শব্দ ইরশাদ করেননি এবং কখনো অট্টহাসি দেননি। হায়! এই চুপ থাকা এবং উচ্চ আওয়াজে না হাসার সুন্নাতও ব্যাপক হয়ে যেত। হায়! আমরা "বলার" পূর্বে মাপার অভ্যস্ত হয়ে যেতাম। মেপে কথাবলার পদ্ধতি হল যে, শব্দ মূখ থেকে বের হওয়ার পূর্বে নিজের অন্তর থেকে যেন প্রশ্ন করা যায়। যে এটা বলার উদ্দেশ্য কি? আমি কি কাউকে নেকীর দাওয়াত দিচ্ছি? যে কথা আমি বলার ইচ্ছা পোষণ করছি তাতে কি আমার বা অন্যের মঙ্গল রয়েছে? আমার কথা এমন কোন আধিক্যপূর্ণ তো নয় যা আমাকে মিথ্যার গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। মিথ্যার আধিক্যের উদাহরণ দিতে গিয়ে সদরুশ শরীয়াহ, বদরুত তরীকাহ, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "যদি একবার আসে আর এটা বলে দেয় যে, হাজার বার এসেছে তবে তা মিথ্যা।" [বাহারে শরীয়ত, খন্ড- ৩, পৃষ্ঠা- ৫১৯] এটাও চিন্তা করুন যে, আমি কারো কোন মিথ্যা প্রশংসা তো করছিনা? কারো গীবত তো হচ্ছে না? আমার এ কথা দ্বারা কারো মনে কষ্ট আসবেনা তো? বলার পর অনুতপ্ত হয়ে কথা ফিরিয়ে নেয়া বা **SORRY** বলতে হবেনা তো? থুথু ফেলার পর ছেটে নেয়া অর্থাৎ আবেগেবশতঃ কথা বলে ফিরিয়ে নিতে হবে না তো? কখনো আবার নিজের বা অন্যের রহস্য ফাঁস করে বসব না তো? বলার পূর্বে কথাকে মাপার মধ্যে যদি এ বিষয়টাও সামনে আসে যে, এই কথাতে কোন লাভ ক্ষতি নেই এবং কোন সাওয়াব আছে না গুনাহ। তখনো এ কথা বলার মধ্যে এক ধরণের ক্ষতিই রয়েছে কেননা জিহ্বাকে এরকম অহেতুক ও মূল্যহীন কথাবার্তার জন্য কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে যদি:

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

পড়া হয় বা দরূদ শরীফ পড়া হয়, তবে অবশ্যই তাতে উপকারীই উপকার। এছাড়া এটা নিজের মূল্যবান সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার। এরকম বিশাল উপকার নষ্ট হওয়াও অবশ্যই ক্ষতি।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ শত বৎসরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।"(কানযুল উম্মাল)

যিকর ওয় দুরুদ হার গড়ি বির্‌দ যাবা রহে
মেরি ফুযুল গোই কি আদাত নিকাল দো।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ১৬৪]

চুপ থাকার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তা গুনাহ্ নয় ঠিক কিন্তু তাতে বঞ্চিত হওয়া এবং প্রচুর ক্ষতি বিদ্যমান। এজন্য তা থেকে বেচেঁ থাকা একান্ত প্রয়োজন। হায়! হায়! চুপ থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য মুখের **"কুফ্‌লে মদীনা"** লাগানোর সৌভাগ্য নসীব হত। ঘটনা: হযরত সায়্যিদুনা মুআরিরক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, এমন একটি বিষয় যাকে আমি ২০ বছর পর্যন্ত অর্জন করার চেষ্টা রত থাকি কিন্তু তা অর্জন করতে পারিনি। এরপরও তা পাওয়ার আশা ছাড়িনি। জিজ্ঞাসা করা হলো:- ঐ মূল্যবান জিনিস কি? হযরত মুআরিরক ইজলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: চুপ থাকা। [আযযুহুদ লিইমাম আহমদ, পৃষ্ঠা- ৩১০, নং- ১৭৬২] যে চুপ থাকতে অভ্যস্ত হতে চাই, তবে তার উচিত যেন মুখে বলার পরিবর্তে প্রতিদিন কিছু কথা লিখে বা ইশারায় করে নেয়, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এভাবে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু হয়ে যাবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **"দাওয়াতে ইসলামী"** এর পক্ষ থেকে নেককার হওয়ার মহান ব্যবস্থাপত্র **"মাদানী ইনআমাত"** এর একটি মাদানী ইনআম এটাও রয়েছে: আজকে আপনি মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাচাঁর অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কমপক্ষে চারবার লিখে কথাবার্তা বলেছেন কি? চুপ থাকার অভ্যাস করার সময় এই রকম ও হতে পারে যে, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর চেষ্টার মধ্যে কিছুদিন সফলতা লাভ করলেন অতঃপর বলার অভ্যাস পূনরায় আগের মত হয়ে যায়। যদি এরকম ও হয় তবে সাহস হারাবেন না। বার বার চেষ্টা করুন সত্যিকার আগ্রহ থাকলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ অবশ্যই সফলতা অর্জিত হবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রহমত প্রেরণ করবেন।" (ইবনে আ'দী)

চুপ থাকার অভ্যাস করার সাধনা করার সময় নিজের চেহারা হাসসোজ্জোল রাখা উচিত যেন কারো এটা মনে না হয় যে, আপনি তার উপর অসন্তুষ্ট, তাই মুখ ফুলিয়ে রেখেছেন। চুপ থাকার চেষ্টাকালীন সময়ে রাগ বৃদ্ধি হতে পারে, সুতরাং যদি কেউ আপনার ইশারা বুঝতে না পারে, তবে কখনো তার উপর রাগান্বিত হবেন না। কখনো আবার অযথা মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি গুনাহ্ না করে বসেন। ইশারা ইত্যাদির মাধ্যমে কথাবার্তা বলা শুধু তাদের সাথে সম্ভব যারা আপনার সম-মনমানসিকতা সম্পন্ন হবে, নতুন বা অপরিচিত ব্যক্তি হতে পারে ইশারা ইত্যাদির কারণে আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এজন্য তার সাথে প্রয়োজনে মুখে কথাবার্তা বলুন। বরং কিছু ক্ষেত্রে তো মুখে কথাবার্তা বলা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন সক্ষাৎকারীর সালামের জবাব ইত্যাদি। করো সাথে সাক্ষাত করার সময় সালাম ইশারায় নয় মুখে করা সুন্নাত। এভাবে দরজায় যদি কেউ করাঘাত করে আর ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হয় "কে?" তবে উত্তরে বাইরের থেকে, "মদীনা! খুলুন", "আমি" ইত্যাদি না বলা বরং সুন্নত হল: নিজের নাম বলা।

উত্তম সম্বোধনে আহবান করে সাওয়াব অর্জন করুন

ঠোঁট দ্বারা 'শিসশিস' শব্দে আওয়াজ করে কাউকে ডাকা বা দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভাল পদ্ধতি নয়। নাম জানা থাকা অবস্থায় "মদীনা" বলে নয় বরং নাম বা উপনামে ডাকা সুন্নাত। বিশেষ করে ইস্তিঞ্জাখানা এবং নোংরা জায়গাতে "মদীনা" বলে ডাকা থেকে **বেঁচে থাকা খুবই প্রয়োজন। যদি নাম জানা না** থাকে তবে ঐ জায়গার রীতিনীতি অনুযায়ী ভদ্রভাবে ডাকা যায়। যেমন- আমাদের সমাজে যুবকদের সাধারণত ভাইজান! ভাই সাহেব! বড় ভাই! বয়স্কদের চাচাজান! বূযুর্গ! ইত্যাদি বলে ডেকে থাকে। যাহোক যখনই কাউকে ডাকা হয় তখন মুসলমানের মন খুশি করার সাওয়াবের নিয়্যতের সাথে ভাল থেকে ভাল পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নাম নিন এমন কি অবস্থার প্রেক্ষিতে শেষে "ভাই" শব্দ বা সাহেব ইত্যাদি ও বাড়ানো যায়,। হজ্জ করলে তবে "হাজী" শব্দও অন্তর্ভূক্ত করা যায়। যাকে ডাকা হয়েছে সে যেন "লাব্বাইক" (অর্থাৎ আমি উপস্থিত আছি) বলে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যার নিকট আমার আলোচনা হল এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না, সে জুলুম করল।" (আব্দুর রাজ্জাক)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে প্রায় সময় কাউকে ডাকলে তার জবাবে "লাব্বাইক" বলা হয়। যা শুনতে খুবই ভাল লাগে। এর দ্বারা মুসলমানদের মন খুশি করা যায়। এমনকি সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ডাকে "লাব্বাইক" সহকারে জবাব দেওয়া হাদীস সমূহের মধ্যে বর্ণিত আছে। এছাড়াও এক **আল্লাহ**র ওলীর কার্যাবলী থেকেও এটার প্রমাণ মিলে। যেমন- কোটি কোটি হাম্বলী মাযহাব অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর নিকট মাসআলা জানার জন্য তাকে যখন কেউ নিজের দিকে মনোযোগী করত, তখন অধিকাংশ সময় "লাব্বাইক" বলতেন। [মানাকিব আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল লিজ্‌জাওযী, পৃষ্ঠা-২৯৮] দোআর প্রসিদ্ধ কিতাব **"হিসনে হাসীনে"** বর্ণিত আছে: যখন কোন ব্যক্তি তোমাকে ডাকে তখন জবাবে "লাব্বায়িক" বল। [হিসনে হাসীন, পৃষ্ঠা- ১০৪]

চুপ থাকার বরকতের তিনটি মাদানী বাহার

(১) নিশ্চুপ থাকার বরকতে নবী করীম ﷺ এর দীদার

এক ইসলামী বোনের চিঠির সারাংশ হল: **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পক্ষ থেকে প্রকাশিত চুপ থাকার গুরুত্বের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুনে আমি মুখে কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর প্রচেষ্টা শুরু করলাম অর্থাৎ চুপ থাকার অভ্যাস গড়ার ধারাবাহিকতা শুরু করলাম, তিন দিনেই আমার ধারণা হল যে, আগে আমি কি রকম অহেতুক কথাবার্তা বলতাম। اَلْحَمْدُلِلّٰه عَزَّوَجَلَّ চুপ থাকার বরকতে আমি ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর চেষ্টার তৃতীয় দিনে আমি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নতে ভরা বয়ানের আরেকটি অডিও ক্যাসেট **"ইতেআত কিসে কেহ্‌তে হে"** শুনি। রাতে যখন ঘুমালাম তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ক্যাসেটে বর্ণিত এক ঘটনা আমাকে স্বপ্নে দেখানো হল! যুদ্ধের দৃশ্য ছিল।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ল না।" (হাকিম)

মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শত্রুদের গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কে পাঠালেন, তিনি কাফিরদের তাবু সমূহের নিকট পৌছান, তখন তিনি কাফিরদের নেতা আবু সুফিয়ান কে (যিনি তখনো মুসলমান হয়নি) দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে, এ সুযোগটাকে গণীমত জেনে সায়্যিদুনা হুজাইফা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ধনুকে তীর ধরে লাগানোর সময় তাঁর **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশ স্মরণে আসল (যার সারমর্ম হল: কোন ঝগড়াঝাটি করোনা) অতএব তিনি নিজের **প্রিয় আকা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করতে গিয়ে তীর নিক্ষেপ করা থেকে বিরত রইলেন। অতঃপর হাজির হয়ে তাজেদারে **রিসালাত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরবতময় দরবারে কারকারদিগী পেশ করলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার এ **স্বপ্নে নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং দুইজন সাহাবী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا এর যিয়ারত নসীব হল। অবশিষ্ট সব দৃশ্য হালকা নজরে এসেছিল। আরো লিখেন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! শুধু তিন দিনের অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাচাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমার উপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক বড় দয়া হয়ে গেল। সুতরাং আমার আকাঙ্খা হল যে, কখনো যেন আমার মুখ থেকে কোন অনর্থক শব্দ বের না হয়। আপনি দোআ করুন যে, আমি নিজের এই প্রচেষ্টায় যেন সফল হয়ে যাই।

বিশেষত ইসলামী বোনদের হয়ত এই ভাগ্যবতী ইসলামী বোনের উপর ঈর্ষা হচ্ছে। কোন ইসলামী বোনের চুপ থাকা বাস্তবে অনেক বড় কথা, কেননা সাধারণত পুরুষের তুলনায় মহিলারা বেশী কথা বলে থাকে।

আল্লাহ্ যাবা কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা
মে কাশ! যাবা পর লো লাগা কুফ্‌লে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা-৬৬]

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) এলাকাতে মাদানী পরিবেশ তৈরী করতে চুপ থাকার অবদান

এক ইসলামী ভাই সগে মদীনা عُفِيَ عَنْهُ (লিখক) কে, যে চিঠি পাঠিয়েছে তার সারাংশ হল যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় চুপ থাকার ব্যাপারে সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার পূর্বে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পর আমি অনেক অহেতুক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্থ ছিলাম, দরূদ শরীফ পাঠ করার বিশেষ আধিক্য ছিলনা। যখন থেকে চুপ থাকার অভ্যাস শুরু করলাম, প্রতিদিন এক হাজারবার দরূদ শরীফ পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে। নতুবা আমার অমূল্য সময় এদিক সেদিক অনর্থক আলোচনায় নষ্ট হয়ে যেত। ১২দিনে পাঠ করা ১২হাজার দরুদ শরীফের সাওয়াব আপনাকে উপহার হিসেবে পেশ (ইছালে সাওয়াব) করছি। আরো আরজ হল যে, আমার উগ্র স্বভাবের কারণে হওয়া উল্টো সিধে কথার অশুভ পরিনতি স্বরূপ আমাদের যেলী হালকায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজেও অনেক ক্ষতি হয়ে যেত। কিছুদিন আগে আমাদের হালকায় পারস্পরিক দ্বন্ধ সমাধানের জন্য মাদানী মাশওয়ারা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে আমার চুপ থাকার কারণে اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ সমস্ত ঝগড়া সহজে মিটে গেল। আমাদের নিগরান সন্তুষ্টি প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে নিঃস্বঙ্কোচে এই রকম বললেন: "আমার অনেক ভয় হয়েছিল যে, আপনি যদি বিতর্ক শুরু করেন তবে বাকবিতন্ডা সৃষ্টি হবে, কিন্তু আপনার চুপ থাকার মত অর্জিত নেয়ামত আমাদেরকে শান্তি প্রদান করল"। প্রকৃতপক্ষে এর আগে আমি অপদার্থের অহেতুক তর্ক-বিতর্ক এবং বক বক করার বদ্ অভ্যাসের কারণে **"মাদানী মাশওয়ারা"** ইত্যাদির পরিবেশ নষ্ট হয়ে যেত।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেন, দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।" (মিশকাত শরীফ)

মাদানী কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অনর্থক কথাবার্তা থেকে বেচেঁ থাকা মাদানী কাজের জন্য কি রকম উপকারী। সুতরাং যে সুন্নাতের মুবাল্লিগ, তাকে তো সর্বাবস্থায় গাম্ভীর্যতা এবং অল্প ভাষী হওয়া উচিত। যে বাচাল, অন্যের কথা কাটে, বার বার মাঝখানে বলতে অভ্যস্ত, কথায় কথায় আলোচনা ও তর্ক বিতর্ককারী এবং ছিদ্রান্বেষণ কারী হয়, তার কারণে ধর্মীয় কাজে ক্ষতিসাধন হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা চুপ থাকা, শয়তানকে মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার "মাদানী হাতিয়ার"। এটা থেকে এ হতভাগা বঞ্চিত। হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে ওসিয়ত করতে গিয়ে **তাজেদারে মদীনা, প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "অধিক চুপ থাকাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও, কেননা এতে শয়তান প্রতিরোধ হবে এবং তোমার দ্বীনের কাজে সাহায্য লাভ হবে।"

[শুয়াবুল ঈমান, খন্ড- ৪৪, পৃষ্ঠা- ২৪২, হাদীস- ৪৯৪২]

আল্লাহ্ ইস সে পেহ্‌লে ঈমা পে মওত দে দে
নুকছা মেরে সবব সে হো সুন্নতে নবী কা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ১০৮]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

(৩) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীতে চুপ থাকার অবদান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অপ্রয়োজনীয় কথা, হাসি তামাশা, তুই তুকারি করার অভ্যাস পরিহার করার মাধ্যমে ঘরেও আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে আর যখন ঘরের অধিবাসীরা আপনার গাম্ভীর্যতার প্রতি প্রভাবিত হবে, তখন তাদের প্রতি আপনার **'নেকির দাওয়াত'** খুব শীঘ্রই প্রভাবিত হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ না থাকলে তখন পরিবেশ করতে সহজ হয়ে যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তবে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো ইন্‌শাআল্লাহ! স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

যেমন- **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতে "চুপ থাকার গুরুত্বের" উপর করা এক সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনে এক ইসলামী ভাই যে চিঠি দিয়েছে সেটার সারাংশ হল: সুন্নাতে ভরা বয়ানে প্রদত্ত নির্দেশিকা মোতাবেক اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ আমার মত বাচাল লোক চুপ থাকার অভ্যাস করা শুরু করি। سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! এতে আমার অনেক উপকার সাধিত হচ্ছে, অনর্থক কথাবার্তায় অভ্যস্ত হওয়ার কারণে ঘরের অধিবাসী আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল, কিন্তু যখন থেকে চুপ থাকা শুরু করলাম, ঘরে আমার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি হল এবং বিশেষত আমার প্রিয় মা যিনি আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন, এখন খুবই সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। কেননা আগে আমি অনেক বাজে কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলাম এজন্য আমার ভাল কথাও প্রভাব হীন হয়ে যেত, কিন্তু এখন আমি আম্মাজানকে যখন কোন সুন্নাত ইত্যাদি বলি তখন তিনি তা আগ্রহের সাথে শুনেন এবং আমল করার চেষ্টা করেন।

বাড়খা হে খামুশি ছে ওয়াকার এ্যায় মেরে পিয়ারে
এ্যায় ভাই! যাবা পর তু লাগা কুফলে মদীনা।

[ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃষ্ঠা- ৬৬]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর ১৯টি মাদানী ফুল

(১) ঘরে আসা যাওয়ার সময় উচ্চস্বরে সালাম দিন।

(২) মা অথবা বাবাকে আসতে দেখলে, সম্মানপূর্বক দাঁড়িয়ে যান।

(৩) দিনে কমপক্ষে একবার ইসলামী ভাই নিজ পিতার এবং ইসলামী বোনেরা আপন মায়ের হাত ও পায়ে চুমু দিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।" (আল কওলুল বদী)

﴾৪﴿ মা-বাবার সামনে আওয়াজকে সর্বদা নিচু রাখুন, তাদের চোখের দিখে তাকিয়ে কখনো কথা বলবেন না। দৃষ্টিকে নত রেখে তাদের সাথে কথাবার্তা বলুন।

﴾৫﴿ তাদের দেয়া প্রতিটি কাজ যা শরীয়ত বিরোধী নয় দ্রুত পালন করুন।

﴾৬﴿ গাম্ভীর্যতা অবলম্বন করুন। ঘরে তুই তোকার, বাঝে আলাপ ও হাসি তামাশা করা, কথায় কথায় রাগ করা, খাবারের দোষ-ত্রুটি বের করা, ছোট ভাই বোনদের বকাঝকা করা, মার দেয়া, ঘরের বড়জনদের সাথে ঝগড়া করা, তর্কবিতর্ক করা যদি আপনার স্বভাব হয়ে থাকে তবে নিজের আচরণকে একেবারে পরিবর্তন করে নিন, প্রত্যেকের নিকট ক্ষমা চেয়ে নিন।

﴾৭﴿ ঘরে বাইরে প্রতিটি স্থানে আপনি ভদ্র, গম্ভীর হয়ে যান, اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ঘরের অভ্যন্তরেও অবশ্যই এর বরকত দেখতে পাবেন।

﴾৮﴿ মা বরং আপনার বাচ্চার মাকেও এমনকি ঘরে (ও বাইরে) একদিনের শিশুকেও আপনি বলে সম্বোধন করুন।

﴾৯﴿ নিজ এলাকার মসজিদের ইশার জামাআতের সময় হতে শুরু করে দুই ঘন্টার মধ্যেই শুয়ে পড়ুন। হায়! যদি তাহাজ্জুদের নামাযের সময় চোখ খুলে যেত, আর না হয় কমপক্ষে ফযরের নামাযতো খুব সহজেই (মসজিদের প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে) আদায় করার সুযোগ হত। আর এভাবে কাজ কর্মেও কোন প্রকারের অলসতা আসত না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

﴾১০﴿ ঘরের সদস্যদের মাঝে যদি নামাযে অলসতা, পর্দাহীনতা, সিনেমা, নাটক দেখা এবং গান বাজনা শোনা ইত্যাদি ইত্যাদি গুনাহের অভ্যাস থাকে আর আপনি যদি ঘরের কর্তা না হয়ে থাকেন এছাড়া প্রবল ধারনা যে আপনি তাদের বারণ করলে তারা আপনার কথা শুনবেনা তবে বারবার তর্ক না করে সবাইকে নম্রভাবে বুঝিয়ে মাকতাবাতুল মদীনা হতে বের হওয়া সুন্নতে ভরা বয়ানের অডিও/ভিডিও ক্যাসেট শুনালে, মাদানী চ্যানেল দেখলে اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ মাদানী সুফল আসবেই।

﴾১১﴿ ঘরে আপনাকে যতই বকাঝকা করুক, এমনকি যদি মারেও তবুও আপনি রাগ না করে ধৈর্য্যের উপর ধৈর্য্য ধারন করুন। যদি আপনি তাদের প্রতিবাদে নিজ জিহ্বাকে ব্যবহার করেন তবে মাদানী পরিবেশ তৈরীর আর কোন সম্ভাবনাই থাকল না। বরং এর বিপরীত ঘটবে, কেননা অধিক কঠোরতা বা প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেক সময় শয়তান মানুষকে খুবই রাগী বানিয়ে দেয়।

﴾১২﴿ মাদানী পরিবেশ তৈরীর একটি উত্তম মাধ্যম এটাও যে, ঘরে প্রতিদিন **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে দরস অবশ্যই দিন বা শুনুন।

﴾১৩﴿ আপনার পরিবারের সকলের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য খুবই আন্তরিকতার সাথে **আল্লাহ তাআলার** দরবারে দোআ করতে থাকুন। কেননা **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:

اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ "অর্থাৎ দোআ হলো মুমিনের হাতিয়ার।"

(আল মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬২, হাদীস নং-১৮৫৫)

﴾১৪﴿ বিবাহিতা ইসলামী বোনেরা যারা শাশুর বাড়ীতে থাকেন, তারা শাশুর বাড়ীকে নিজ বাড়ি এবং শাশুড় শাশুড়ীকে নিজ পিতা মাতা মনে করে সম্মান করুন। যদি শরীয়তের কোন বাধা না থাকে। হ্যাঁ এ সাবধাণতা আবশ্যক যে, বউ শাশুড়ের হাত ও পায়ে এবং জামাতা শাশুড়ীর হাত ও পায়ে চুমু দিবেন না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

﴾১৫﴿ মাসায়িলুল কুরআন, পৃষ্ঠা-২৯০ এর মধ্যে রয়েছে, "প্রত্যেক নামাযের পর নিম্নে দেয়া দুআটি শুরু ও শেষে দুরূদ শরীফ সহকারে একবার পড়ে নিলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সন্তান সন্ততি সুন্নতের অনুসারী হবে এবং ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরী হবে।:- (اَللّٰهُمَّ) এটা কুরআনের আয়াতের অংশ নয়।

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো আমাদের স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি হতে চক্ষু সমূহের প্রশান্তি দান করো এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করুন। (পারা- ১৯, সূরা- ফোরকান, আয়াত- ৭৪)

﴾১৬﴿ অবাধ্য সন্তান চাই ছোট কিংবা বড় হোক ১১ বা ২১ দিন পর্যন্ত যখন ঘুমাবে তখন তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে নিম্নে দেয়া আয়াতটি শুরু ও শেষে একবার দুরূদ শরীফ পড়ে শুধুমাত্র একবার এতটুকু আওয়াজে পড়ুন যেন সন্তানের ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ﴿۲۱﴾ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ﴿۲۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: বরং তা পূর্ন মর্যাদা সম্পন্ন কুরআন, লওহে মাহফুযের মধ্যে।

(পারা: ৩০, সূরা- বুরুজ, আয়াত- ২১, ২২)

মনে রাখবেন! বড় (ছেলে বা মেয়ে) যদি অবাধ্য হয়, তবে ঘুমানোর সাথে সাথে শিয়রে অযীফা পড়তে গেলে তার জেগে উঠার আশংকা থাকে। বিশেষত যখন তার ঘুম গভীর না হয়, আর এটা বুঝা খুবই কঠিন যে, শুধু চোখ বন্ধ করে আছে নাকি ঘুমিয়ে আছে। তাই যেখানে ফিতনার আশংকা রয়েছে সেখানে এই আমলটি করবেন না। বিশেষ করে স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এই আমল করবে না।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

﴾১৭﴿ এমনকি অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত বানানোর জন্য উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ফযরের নামাযের পর আসমানের দিকে মুখ করে শুরু ও শেষে একবার করে দুরূদ শরীফ পড়ে “يَاشَهِيْدُ” ২১বার পড়ুন।

﴾১৮﴿ মাদানী ইন্‌আমাত অনুযায়ী আমলের অভ্যাস গড়ুন, আর ঘরের সদস্যদের মধ্যে যার ভেতর বেশি নম্রতা লক্ষ্য করবেন তার উপর, যেমন: আপনি যদি পিতা হন তবে সন্তানদের মাঝে অতি নম্রতা ও হিকমতে আমলির সাথে মাদানী ইন্‌আমাতের আমল শুরু করান। **আল্লাহ তাআলার** দয়ায় ঘরে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে।

﴾১৯﴿ নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিন মাদানী কাফেলায় আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করে ঘরের অধিবাসীদের জন্য দোআ করুন। মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতেও ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর অনেক মাদানী বাহার শুনা যায়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদাব সমূহ বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, রাসুলদের সরদার, নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে আমাকে ভালবাসল, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

[ইবনে আসাকির, খন্ড- ৯, পৃষ্ঠা- ৩৪৩]

সিনা তেরি সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

মিস্‌ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল

প্রথমে দু'টি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন:

✵ মিস্‌ওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায পড়া মিস্‌ওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। [আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ১০২, হাদীস- ১৮]

✵ মিস্‌ওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা তাতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং **আল্লাহ তাআলা**র সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে।
[মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ৪৩৮, হাদীস - ৫৮৬৯]

✵ **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** এর প্রথম খন্ডের ২৮৮পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়াহ্‌, বদরুত তরীকাহ্‌, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: মাশায়েখে কেরাম বলেন: "যে ব্যক্তি মিস্‌ওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা পড়া নসীব হয় এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্তু) খায়, মৃত্যুর সময় তার কালেমা নসীব হবেনা।"

✵ হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, মিস্‌ওয়াকে দশটি গুণাগুণ রয়েছে: মুখ পরিষ্কার করে, মাড়ি মজবুত করে, দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়, কফ দূর করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নতের অনুস্মরণ হয়, ফিরিশতারা খুশি হয়, **আল্লাহ তাআলা** সন্তুষ্ট হন, নেকী বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী ঠিক রাখে। [জামউল জাওয়ামি' লিস্‌সুয়ুতী, খন্ড- ৫, পৃষ্ঠা- ২৪৯, হাদীস- ১৪৮৬৭]

✵ হযরত সায়্যিদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওযুর সময় মিস্‌ওয়াকের প্রয়োজন হয়। খুজে দেখা হল কিন্তু পাওয়া গেল না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ একটি স্বর্ণের মূদ্রা) বিনিময়ে মিস্‌ওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

কিছু লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশী খরচ করে ফেলেছেন! কেউ এত বেশী দাম দিয়ে কি মিস্‌ওয়াক নেয়? হযরত আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত বস্তু **আল্লাহ তাআলা**র নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেনা। যদি কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তাআলা** আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি কি জবাব দেব, "তুমি আমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত কেন ছেড়ে দিলে?" যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছিলাম তার বাস্তবতা তো আমার কাছে মশার ডানার সমপরিমাণও ছিল না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে (মিস্‌ওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা?

[লাওয়াকিহুল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, পৃষ্ঠা- ৩৮]

✲ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: চারটি জিনিস আকল তথা জ্ঞান বৃদ্ধি করে: অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, মিস্‌ওয়াকের ব্যবহার, নেক্‌কার লোকদের সংস্পর্শ এবং নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। [হায়াতুন হাইওয়ান, খন্ড- ২, পৃষ্ঠা- ১৬৬]

✲ মিস্‌ওয়াক পিলু, যয়তুন, নিম ইত্যাদি তিক্ত গাছের হওয়া চাই।

✲ মিস্‌ওয়াক যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান মোটা হয়।

✲ মিস্‌ওয়াক যেন এক বিঘত পরিমাণ থেকে বেশী লম্বা না হয়। বেশী লম্বা হলে সেটার উপর শয়তান আরোহণ করে।

✲ মিসওয়াকের আঁশ যেন নরম হয়, শক্ত আঁশ দাঁত এবং মাড়ির মধ্যে ফাঁক (GAP) সৃষ্টি করে।

✲ মিস্‌ওয়াক যদি তাজা হয় তবে খুব ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে ভিজিয়ে রেখে নরম করে নিন।

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদে পাক পড়, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

✲ মিস্‌ওয়াকের আঁশ প্রতিদিন কাটা উচিত, আশঁগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফলদায়ক থাকে, যতক্ষণ মিস্‌ওয়াকে তিক্ততা অবশিষ্ট থাকে।

✲ দাঁতের প্রস্থে মিস্‌ওয়াক করুন।

✲ যখনই মিস্‌ওয়াক করবেন কমপক্ষে তিনবার করুন।

✲ মিসওয়াক প্রত্যেকবার ধূয়ে নিন।

✲ মিস্‌ওয়াক ডান হতে এভাবে ধরুন যেন কনিষ্ঠা আঙ্গুল মিস্‌ওয়াকের নিচে এবং মধ্যবর্তী তিন আঙ্গুল উপরে থাকে, আর বৃদ্ধাঙ্গুল মাথায় থাকে।

✲ প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে মিস্‌ওয়াক করবেন, অতঃপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর ডান দিকের নিচের দাঁত সমূহে, এরপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহের উপর মিস্‌ওয়াক করবেন।

✲ মুষ্ঠি বেধেঁ মিসওয়াক করার কারণে অর্শ্বরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

✲ মিস্‌ওয়াক ওযুর পূর্ববর্তী সুন্নাত। অবশ্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ঐ সময় হবে যখন মুখ দুর্গন্ধ হয়। [ফাতোওয়ায়ে রযভীয়া থেকে সংকলিত, খন্ড- ১, পৃষ্ঠা- ৬২৩]

✲ মিস্‌ওয়াক যখন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়, তখন সেটাকে ফেলে দিবেন না; কেননা এটা সুন্নাত পালণের উপকরণ। সেটাকে কোন জায়গায় সতর্কভাবে রেখে দিন কিংবা দাফন করে ফেলুন, অথবা পাথর বা ভারী জিনিস দিয়ে বেধেঁ সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন।

(বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত উর্দূ কিতাব **'বাহারে শরীয়ত'** এর প্রথম খন্ড, ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অধ্যায়ন করুন)

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দশবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর একশটি রহমত নাযিল করেন।" (তাবারানী)

হাজারো সুন্নাত সমূহ শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত কিতাব সমূহ (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম খন্ড এবং (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"সুন্নাত অওর আদাব"** হাদিয়া সহকারে সংগ্রহ করুন এবং পড়ুন। সুন্নাত প্রশিক্ষণের এক সর্বোত্তম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলাতে আশিকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফেলে মে চলো সিখনে সুন্নাতে কাফেলে মে চলো
হুগি হাল মুশকিলে কাফেলে মে চলো খাত্‌ম হো শামাতে কাফেলে মে চলো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন:“ আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়ালা)

বৃষ্টির পানি দিয়ে রোগের চিকিৎসা

سُبْحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ! মাদানী কাফেলার বরকতের কথাই বা কী বলব! বাস্তবে বৃষ্টিও আল্লাহ্‌র একটি বড় নেয়ামত। পবিত্র কুরআনের ২৬ পারার সূরা ক্বাফের ৯ নম্বর আয়াতে বৃষ্টিকে مَآءً مُّبٰرَكًا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: “বরকতপূর্ণ পানি” বলা হয়েছে।

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত ‘আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করার ফযীলত’ নামক রিসালায় ৩০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ একবার বলেন: “তোমাদের কেউ যদি আরোগ্য পেতে চাও তা হলে পবিত্র কুরআন শরীফের যে কোন আয়াত রেকাবিতে লিখে বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুবে। অতঃপর নিজ স্ত্রীর নিকট হতে তার মোহরানার একটি দিরহাম তাকে রাজি করে নেবে আর তা দিয়ে মধু ক্রয় করে পান করবে। নিঃসন্দেহে আরোগ্য লাভ করবে।”

[আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া। খন্ড: ৩। পৃষ্ঠা : ৪৮। ফতোওয়ায়ে রজভীয়া। খন্ড: ২৩। পৃষ্ঠা : ১৫৫]

কোন চিকিৎসক বলেন: ‘আমি অসংখ্য রোগীকে তাদের চিকিৎসার জন্য মধু ও বৃষ্টির পানির পরামর্শ দিয়েছি। অন্যান্য ঔষধ থেকে আমি এটিকেই সর্বাধিক ফলপ্রসু পেয়েছি।’

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্না করা সুন্নাত

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ হতে বর্ণিত: নিচের আয়াতটি যখন নাযিল হল,

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
"তোমরা কি এ বাণী তে বিস্মিত হও? এবং হাসঁছো এবং কাঁদছো না।"

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِیْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿۵۹﴾ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ ﴿۶۰﴾

[পারা: ২৭, সূরা নজম, আয়াত: ৫৯,৬০]

তখন আসহাবে সুফ্‌ফাগণ এমনভাবে কান্না কাটি করতে লাগলেন যে, তাঁদের পবিত্র গালগুলো চোখের পানিতে ভিজে গেল। তাঁদেরকে কান্না করতে দেখে স্বয়ং **রহমতে আলম, নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও কান্না করতে লাগলেন। **রাসূল পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর গড়িয়ে পড়া চোখের পানি দেখে আসহাবে সুফ্‌ফাগণ আরও বেশি বেশি কান্না করতে থাকেন। অতঃপর **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যে আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্না করল, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" [শুআবুল ঈমান। খন্ড: ১। পৃষ্ঠা : ৪৮৯। হাদিস : ৭৯৮]

আল্লাহ্! কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সারদ হু গা?
রো রো কে মুস্তফা নে দারইয়া বাহা দিয়ে হে।

[হাদায়িকে বখশিশ শরীফ]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	২	কুকুরের আকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তি	১৬
চুপ থাকাতে নিরাপত্তা	৩	জান্নাত হারাম	১৬
বাহারাম ও পাখি	৩	সাত মাদানী ফুলের "ফারুকী পুষ্পধারা"	১৬
চুপ থাকার ফযীলত সম্পর্কীত ৪টি হাদীস শরীফ	৪	হায়! যদি এমন হত.....	১৭
৬০ বছরের ইবাদত থেকে উত্তম হওয়ার বিশ্লেষণ	৪	জনৈক সাহাবীর জান্নাতী হওয়ার রহস্য	১৭
		অহেতুক কথাবার্তার উদাহরণ	১৮
অনর্থক কথাবার্তার ৪টি ভয়ানক ক্ষতি	৪	বাচাল ব্যক্তির জন্য মিথ্যা বলার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন	২০
সর্বাধিক ক্ষতিকর বস্তু	৬		
ভাল কথা বল না হয় চুপ থাক	৭	আহ! বলার আগে একটু চিন্তা কারার সৌভাগ্য হত	২০
যদি জান্নাত প্রয়োজন হয় তবে.....	৭		
চুপ থাকা ঈমান হিফাজতের মাধ্যম	৮	দাঙ্গা হাঙ্গামাকারীদের অহেতুক আলোচনা	২১
চুপ থাকা মূর্খ ব্যক্তির জন্য পর্দা স্বরূপ	৮	সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ মুখে পাথর রাখতেন	২২
নিরবতা ইবাদতের চাবি	৮		
সম্পদ হিফাজত করা সহজ কিন্তু জিহ্বা...	৯	৪০ বছর পর্যন্ত চুপ থাকার সাধনা	২২
বাচাল ব্যক্তিকে বারবার লজ্জিত হতে হয়	৯	কথাবার্তা লিখে হিসাবকারী তাবেয়ী বুযুর্গ	২৩
"বলে" আফসোস কারার চেয়ে "না বলে" আফসোস করা উত্তম	১০		
		কথাবার্তা হিসাবের পদ্ধতি	২৩
বোবা ব্যক্তি লাভের মধ্যেই রয়েছে	১০	ওমর ইবনে আব্দুল আযিয অঝোর নয়নে কান্না করলেন	২৪
ঘর শান্তির নীড়ে কিভাবে পরিনত হবে	১১		
শাশুড়ি-বউয়ের ঝগড়া মিটানোর মাদানী ব্যবস্থাপত্র	১১	ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা	২৫
		কথাবর্তাকে অনর্থক কথা থেকে পবিত্র করার সর্বোত্তম পদ্ধতি	২৬
জিহ্বার কাছে আবেদন	১২		
উত্তম কথা বলার ফযীলত	১৩	বোকা লোকই না ভেবে বলে থাকে	২৭
প্রিয় আক্বা ﷺ দীর্ঘ নিরবতা অবলম্বনকারী ছিলেন	১৩	বলার আগে মাপার পদ্ধতি	২৮
		চুপ থাকার পদ্ধতি	২৯
বলা এবং চুপ থাকার দু'টি প্রকার	১৪	ভাল পদ্ধতিতে আহবান করে সাওয়াব অর্জন করুন	৩০
অশ্লীল কথার সংজ্ঞা	১৫		
মুখ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হতে থাকবে	১৫	চুপ থাকার বরকতের তিনটি মাদানী বাহার	৩১

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেল, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেল।" (তাবারানী)

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
(১) নিশ্চুপ থাকার বরকতে নবী করীম ﷺ এর দীদার	৩১	(৩) ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীতে চুপ থাকার অবদান	৩৪
(২) এলাকাতে মাদানী পরিবেশ তৈরী করতে চুপ থাকার অবদান	৩৩	ঘরে মাদানী পরিবেশ তৈরীর ১৯টি মাদানী ফুল	৩৫
মাদানী কাজের জন্য মাদানী হাতিয়ার	৩৪	মিস্ওয়াকের ২০টি মাদানী ফুল	৪০

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন শরীফ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	মিরআতুল মানাজিহ্	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
কানযুল ঈমানের অনুবাদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী	ইত্তিহাফুস সাদাতি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারুচ্ছাদির, বৈরুত
সুনানে তিরমিযী	দারুল ফিক্র, বৈরুত	মুস্তাতরাফ	দারুল ফিক্র, বৈরুত
মুসনাদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিক্র, বৈরুত	আল ক্বাউলুল বাদী	মুয়াস সাসাতুর রিয়ান, বৈরুত
আস সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তাম্বিহুল গাফিলিন	দারুল কুতুবুল আরাবি, বৈরুত
আল মুসতাদরাক	দারুল মায়ারিফ, বৈরুত	মিনহাজুল আবেদিন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তারিখে বাগদাদ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	তারিখে দামেশখ	দারুল ফিক্র, বৈরুত
জামউল জাওয়ামে	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কাশফুল মাহজুব	নাওয়ে ওয়াক্ত প্রিন্টাস্, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
আস সামতুমায়া মউসুয়াতু ইবনে আবিদ দুনইয়া	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত	আল মামবাহাত	পেশোয়ার
শহুস সুন্নাহ্	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	লাওয়াকিহুল আনওয়ার	দারুত ইহ্ইয়ায়ুত তুরাসি আরাবি, বৈরুত
হিসনে হাসিন	আল মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত	ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউনডেশন, মারকাজুল আউলিয়া, লাহোর
মানাকেবে আহমদ ইবনে হাম্বল	দারু ইবনে খালদুন, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা কারাচী
মিরকাতুল মাফাতিহ্	দারুল ফিক্র, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা কারাচী

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। দাওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।
(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দাওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdtarajim@gmail.com, mktb@dawateislami.net
web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালাসমূহ বন্টন করে সওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্ছাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নতে ভরা রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ،

সুন্নতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কুর'আন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাজের পর সুন্নতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন'আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার জিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন'আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২,০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb.bd@dawateislami.net

Web : www.dawateislami.net